সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫২
WEEKLY BOOKLET:352

আমীরে আহলে সুন্নাত এর লিখিত **"ফয়যানে নামায"** কিতাবের একটি অংশ

বিনয় ও একাগ্রতা সম্পন্ন নামায

আগুন লেগে গেছে কিন্তু নামাযে লিপ্ত রইলো ০৩
আল্লাহ্ ওয়াজিব হওয়ার অর্থ ০৬
নামাযে এদিক সেদিক দেখার মাসআলা ১৪
দৃষ্টিকে নত রাখার অনন্য পদ্ধতি ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

বিনয় ও একাগ্রতা সম্পন্ন নামায(1)

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই "বিনয় ও একাগ্রতা সম্পন্ন নামায" পুস্তিকাটি পড়ে বা শোনে নিবে, তাকে সিজদার স্বাদ দান কর, তার সকল নামায কবুল কর এবং তাকে উভয় জগতের কল্যাণ দান কর।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের চিরকুট কাজে এসে গেলো (ঘটনা)

কিয়ামতের দিন কোন মুসলমানের নেকী মীযানে (অর্থাৎ পাল্লায়) হালকা হয়ে যাবে, তখন গুনাহগারদের শাফায়াতকারী প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি চিরকুট নিজের থেকে বের করে নেকীর পাল্লায় রেখে দিবেন, তখন নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। সে আরয করবে: আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনি কে? হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: "আমি তোমার নবী মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং এটা তোমার সেই দরূদ শরীফ, যা তুমি আমার প্রতি প্রেরণ করেছিলে।" **(মাউসুআ'তু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৯২, হাদীস ৭৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

1 এই বিষয়বস্তু "ফয়যানে নামায" কিতাবের ২৮১ থেকে ২৮৮ এবং ২৯২ থেকে ২৯৮ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

বিনয় ও একাগ্রতার সংজ্ঞা

বিনয় এর অর্থ হলো: "মনের কাজ এবং প্রকাশ্য অঙ্গের (অর্থাৎ হাত পা) আমল।" **(তাফসীরে কবীর, ৮/২৫৯)** মনের কাজ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহত্বের প্রতি সজাগ থাকা, দুনিয়া থেকে মনোযোগ সরে থাকবে এবং নামাযে মন লেগে থাকবে। আর প্রকাশ্য অঙ্গের আমল অর্থাৎ শান্তভাবে দন্ডায়মান থাকা, এদিক সেদিক না তাকানো, নিজের শরীর এবং কাপড় নিয়ে খেলা না করা এবং কোন অনর্থক কাজ না করা।

(তাফসীরে কবীর থেকে সংক্ষেপিত, ৮/২৫৯। মাদারিক, ৭৫১ পৃষ্ঠা। তাফসীরে সাভী, ৪/১৩৫৬)

নামাযে "বিনয়" মুস্তাহাব

আল্লামা বদরুদ্দিন আ'ইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নামাযে বিনয় মুস্তাহাব। **(উমদাতুল কারী, ৪/৩৯১, হাদীস ৭৪১)** আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: নামাযের পূর্ণতা, নামাযের নূর, নামাযের সৌন্দর্য অনূভূতি ও স্বাদ আর একাগ্রতার (অর্থাৎ বিনয়) উপর নির্ভর করে। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৬/২০৫)** উদ্দেশ্য হলো যে, উচ্চ পর্যায়ের নামায হলো তাই, যা বিনয় সহকারে আদায় করা হয়।

আল্লাহ পাক ১৮তম পারায় সূরা মু'মিনুনের ১ম ও ২য় নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾
الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾

(পারা ১৮, সূরা মু'মিনুন, আয়াত ১ ও ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ; যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত নম্র হয়।

"তাফসীরে সীরাতুল জিনান" এর ৬ষ্ঠ খন্ডের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই আয়াতে ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, নিশ্চয় তারা

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের দয়ায় নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে এবং সর্বদার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করে অপছন্দীয় বস্তু থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। **(তাফসীরে কবীর, ৮/২৫৮। রুহুল বয়ান, ৬/৬৬)** ৪৯৬ পৃষ্ঠায় আরো রয়েছে: ঈমান ওয়ালারা বিনয় ও একাগ্রতা (বিনয় ও নম্রতা) সহকারে নামায আদায় করে, তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় হয়ে থাকে এবং তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

আগুন লেগে গেছে কিন্তু নামাযে লিপ্ত রইলো!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন ইয়াসার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন মনোযোগ সহকারে নামায পড়তেন যে, নিজের আশেপাশের কোন খবরই থাকতো না, একদা নামাযে লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় তার নিকটেই আগুন জ্বলে উঠলো কিন্তু তাঁর অনুভূতিও হলো না, এক পর্যায়ে আগুন নিবিয়ে দেয়া হলো। **(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতেঁ, ২/৪৪৭)**

চারটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা

ঘটনা (১): উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সাথে আর আমি তাঁর সাথে কথা বলতাম কিন্তু যখন নামাযের সময় হতো তখন (আমরা এমন হয়ে যেতাম) যেনো তিনি আমাকে চিনেন না আর আমি তাঁকে চিনিনা। **(ইহয়াউল উলূম, ১/২০৫)** **ঘটনা (২):** আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নামাযে এমন হয়ে যেতেন যে, যেনো একটি পুঁতে রাখা খুঁটি। **ঘটনা (৩):** কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রুকুতে এমন নীরবতা অবলম্বন করতেন যে, তাদের উপর পাখি এসে বসে যেতো, যেনো একটা জড় পদার্থ। **(ইহয়াউল উলূম, ১/২২৮, ২২৯)** **ঘটনা (৪):** কিছু কিছু সাহাবায়ে কিরাম

www.dawateislami.net

عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان বলতেন: কিয়ামতের দিন মানুষদের নামাযের অবস্থায় উঠানো হবে অর্থাৎ নামাযে যার যতটুকু প্রশান্তি ও নীরবতা অর্জিত হয়, সে অনুযায়ী তার হাশর (অর্থাৎ উঠানো) হবে। **(প্রাগুক্ত, ১/২২২)**

আল্লাহ পাক এমন নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না

আল্লাহ পাক এমন নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যেই নামাযে বান্দা নিজের দেহের পাশাপাশি মনকে উপস্থিত করে না। **(ইহয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৪৭)**

নামাযে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে

হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ তানুখী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন নামায পড়তেন, তখন (এতোই কান্না করতেন যে) গাল বেয়ে দাড়ির উপর দিয়ে লাগাতার অশ্রু ঝরতে থাকতো। **(ইহয়াউল উলূম (উর্দু), ১/৩৭)**

নামাযে জাহেরী ও বাতেনী খুশো (বিনয়) কাকে বলে

নামাযে বিনয় জাহেরীও হয় এবং বাতেনীও হয়, জাহেরী বিনয় হলো যে, নামাযের আদব সমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা, উদাহরণস্বরূপ দৃষ্টি জায়নামাযের বাইরে না যাওয়া এবং চোখের কোণা দিয়ে কারো দিকে না তাকানো, আকাশের দিকে দৃষ্টি না তোলা, কোন অনর্থক ও অহেতুক কাজ না করা, কোন কাপড় কাঁধের উপর এমনভাবে না ঝুলানো যে, এর উভয় প্রান্ত ঝুলে থাকে (তবে হ্যাঁ যদি একটি প্রান্ত অপর কাঁধের উপর দিয়ে দেয়া হলো এবং অপর প্রান্ত ঝুলে থাকে, তবে কোন সমস্যা নেই), আঙ্গুল না মটকানো এবং এধরনের কর্ম থেকে দূরে থাকা। বাতেনী বিনয় হলো যে, আল্লাহ পাকের মহত্বের প্রতি ধ্যান করা, দুনিয়া থেকে মনোযোগ সরে থাকা এবং নামাযে মন লেগে থাকা। **(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ৪৯৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

নামায কেমন হওয়া উচিৎ!

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "আদাবে দ্বীন" এর ৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (নামায আদায়কারীর উচিৎ যে) বিনয়ী ও নম্রতার অবস্থা সৃষ্টি করা এবং একাগ্রতা (অর্থাৎ অন্তরের মনযোগ) সহকারে পড়া, কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য একাগ্রতার সহিত নামায পড়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা, দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা, দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা, কোরআনের তিলাওয়াতে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকবীর বলা, বিনয় ও একাগ্রতার সহিত রুকু সিজদা করা, সম্মান ও আদবের সহিত তাসবীহ (অর্থাৎ سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی ও سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم) পড়া এবং তাশাহহুদ এমনভাবে পড়া যেনো আল্লাহ পাককে দেখছো, (আল্লাহ পাকের রহমতের) আশা রেখে সালাম ফিরানো, এই ভয়ে ফিরে আসা যে, জানিনা আমার নামায কবুল হয়েছে কি-না! এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। **(আদাবে দ্বীন)**

হযরত হাতিম আছামের নামাযের অবস্থা

হযরত সায়্যিদুনা হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: যখন নামাযের সময় হয়ে যায় তখন আমি পরিপূর্ণভাবে অযু করি, অতঃপর নামাযের স্থানে এসে বসে যাই, এক পর্যায়ে আমার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (অর্থাৎ শরীরের সকল অংশ) শান্ত হয়ে যায়, এরপর নামাযের জন্যে দাঁড়াই এবং সম্মানিত কাবা শরীফকে চোখের সামনে, পুলসিরাতকে পায়ের নিচে, ডান দিকে জান্নাত এবং বাম দিকে জাহান্নাম, মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে আমার পেছনে মনে করি

www.dawateislami.net

এবং নামাযকে নিজের শেষ নামায মনে করি। অতঃপর আশা ও ভয়ের সমন্বয়ে সত্যিকারে তাকবীরে তাহরীমা বলি, কোরআনে করীম ধীরে ধীরে পাঠ করি। বিনয়ের সহিত রুকু এবং নম্রতার সহিত সিজদা করি। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসি, ডান পা খাঁড়া করি। **(ইহয়াউল উলূম, ১/২০৬)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছি যে, তিনি দাঁড়িয়ে মানুষদেরকে এরূপ ইরশাদ করতেন: "যে মুসলমান ভালো ভাবে অযু করে, অতঃপর জাহির ও বাতিনের একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত নামায আদায় করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

(মুসলিম, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৫৩)

জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার অর্থ

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ (জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়) প্রসঙ্গে বলেন: আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে তা এভাবে যে, দুনিয়ায় তার নেক আমল করার তৌফিক অর্জিত হয়, মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর অটল থাকে, কবর ও হাশরে সহজভাবে পাস হয়ে যায়। হাদীসে পাকের অর্থ এটা নয় যে, শুধুমাত্র অযু করে নিলে এবং তাহিয়্যাতুল অযুর দুই রাকাত নামায পড়ে নিলে জান্নাতী হয়ে গেলো, (এবং) এখন আর কোন আমলের প্রয়োজন নেই, (বরং) এই ধরনের হাদীসে অর্থ এমনই হয় (যা এখনই বর্ণিত হয়েছে)।

(মিরআতুল মানাজীহ, ১/২৩৬)

www.dawateislami.net

বিনয় সহকারে নামায পড়া গুনাহের কাফফারা

আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি; যে মুসলমানের উপর ফরয নামাযের সময় আসে এবং সে ভালোভাবে অযু করে বিনয় সহকারে নামায পড়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে রুকু করে, তবে সেই নামায তার অতীতের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয় এবং তা (গুনাহ ক্ষমা হওয়ার ধারাবাহিকতা) সর্বদাই হয়ে থাকে (কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়)।

(মুসলিম, ১১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫৪৩)

এখানে রুকু দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নামায

আল্লামা আব্দুল রউফ মুনাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: রুকু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাযের সকল আরকান অর্থাৎ সেই নামাযের সকল আরকান উত্তমরূপে এবং বিনয় সহকারে আদায় করা এবং সকল আরকান উত্তমরূপে আদায় করার অর্থ হলো, প্রত্যেক রুকন সম্পূর্ণ ভাবে (সুন্নাত ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে) আদায় করা। (তিনি আরো বলেন:) নামায সগীরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহের জন্যে কাফফারা হবে, কবীরা (অর্থাৎ বড়) গুনাহের জন্যে নয়, কেননা কবীরা গুনাহ নামাযের মাধ্যমে ক্ষমা হয়না (কবীরা গুনাহের ক্ষমার জন্যে তাওবা এবং এর দাবী পূরণ করতে হবে) আর এই অর্থ নয় যে, ছোট গুনাহ শুধুমাত্র সেই সময় ক্ষমা হবে, যখন বড় গুনাহ থাকবে না (বরং বড় গুনাহ থাকা অবস্থায়ও ছোট গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে), তা (গুনাহ ক্ষমার এই ধারাবাহিকতা সব সময়ই হয়ে থাকে) অর্থাৎ যদি প্রতিদিনই তার (مَعَاذَ اللّٰہ) সগীরা গুনাহ

www.dawateislami.net

সংগঠিত হতে থাকে এবং ফরয সমূহ পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করে, তবে প্রত্যেক ফরযই তার পূর্বের সগীরা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।

(আত তাইসীর, ২/৩৫৮)

জেনে শুনে গুনাহ করা

হে ক্ষমা প্রত্যাশীগণ! নামাযের মাধ্যমে সগীরা অর্থাৎ ছোট গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাওয়াতে مَعَاذَ الله কেউ এটা মনে করবেন না যে, সগীরা গুনাহ করতে থাকো আর নামায পড়তে থাকো, ক্ষমা হতে থাকবে। মনে রাখবেন! সগীরা গুনাহকে সগীরা অর্থাৎ ছোট মনে করার কারণে তা কঠোর কবীরা গুনাহ হয়ে যায় এবং সগীরা গুনাহকে নগন্য মনে করা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুফরী। তা ভালভাবে বুঝার জন্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কুফরিয়া কালিমাত কে বারে সাওয়াল জাওয়াব" এর ৩৮৫-৩৯৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু "প্রশ্নোত্তর" পাঠ করুন এবং আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠুন!

গুনাহের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: গুনাহ কাকে বলে? তাছাড়া কবীরা গুনাহ ও সগীরা গুনাহ গুলো কি কি?

উত্তর: সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৭তম পারা সূরা নাজমের ৩২নং আয়াতের এই অংশ اَلَّذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓىٕرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ (**কানযুল থেকে অনুবাদ:** ঐসব লোক, যারা মহাপাপসমূহ ও অশ্লীল কার্য-কলাপ থেকে বেঁচে থাকে) এর আলোকে বলেন: গুনাহ এমন কাজ, যা সম্পাদনকারী আযাবের অধিকারী হয় এবং কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি

www.dawateislami.net

বলেন যে, গুনাহ হচ্ছে তা, যা সম্পাদনকারী সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। অনেকের মতে: নাজায়িয কাজ করাকে গুনাহ বলা হয়। **(খাযায়িনুল ইরফান, ৯৪৭ পৃষ্ঠা)** ফকীহে মিল্লাত, মুফতী মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কোন ওয়াজিব একবার বর্জন করা সগীরা গুনাহ (অর্থাৎ ছোট গুনাহ) তবে শর্ত হলো, শরীয়তের বিনা কারণে হতে হবে। যেমন; একবার জামাআত বর্জন করা, একবার দাড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি। সগীরা গুনাহ বারবার করাতে কবীরা গুনাহ (অর্থাৎ বড় গুনাহ) হয়ে যায়। শিরক ও কুফর এবং প্রত্যেক অকাট্য হারাম সম্পাদন করা কবীরা গুনাহ (অর্থাৎ বড় গুনাহ) এবং কোন অকাট্য ফরয যেমন; নামায, রোযা এবং যাকাত ইত্যাদি আদায় না করাও কবীরা গুনাহ।" وَاللهُ اَعْلَمُ

(ফাতাওয়ায়ে ফয়যে রাসূল, ২/৫১০)

সগীরা গুনাহ বারবার করার অর্থ

প্রশ্ন: "সগীরা গুনাহ বারবার করাতে কবীরা গুনাহ হয়ে যায়" এখানে বারবার দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উত্তর: এখানে "বারবার" এর অর্থ হলো: দৃঢ় করে নেয়া, অটল হয়ে যাওয়া, কারো সাথে এমনভাবে মিশে যাওয়া যে, তা থেকে পৃথক হতে না পারা। **(তাফসীরে নঈমী, ৪/১৯৩)** "গুনাহ বারবার করতে থাকা" প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত রয়েছে: হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছু ওলামায়ে কিরাম বলেন: বারবার এর সীমা এটাই যে, গুনাহকে লাগাতার করা এবং অন্তরে নির্ভীকতা অনূভব করা। **(আশিআ'তুল লুমআত, ২/২৫৮)** "ফাতাওয়ায়ে শামী"তে রয়েছে: বারবার এর সীমা এটাই যে, গুনাহের প্রতি

www.dawateislami.net

ভ্রুক্ষেপ না করে বারবার সগীরা (অর্থাৎ ছোট গুনাহ) করতে থাকা। **(ফাতাওয়ায়ে শামী, ৩/৫২০)** যেই সগীরা গুনাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে তা থেকে তাওবা করে নেয়াতে তা থেকে (অর্থাৎ বারবার করা থেকে) বেরিয়ে আসে, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইস্তিগফার (অর্থাৎ তাওবা) করে নিলো, সে সেই গুনাহ বারবার করলো না, যদিও সে দিনে (৭০) সত্তর বার গুনাহ করে। **(আবু দাউদ, ২/১২০, হাদীস ১৫১৪)** হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাক সম্পর্কে বলেন: (শর্ত হলো যে) তাওবা করার সময় গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় ইচ্ছা থাকা এবং যদি তাওবা করার সময়ই এই মনোভাব থাকে যে, গুনাহ করতেই থাকবো, তবে এটা তো তাওবা হবে না বরং (مَعَاذَ اللّٰہ) ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করা। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৩৬৪)**

গুনাহকে হালাল মনে করা

প্রশ্ন: গুনাহকে হালাল মনে করা কেমন?

উত্তর: যেকোন সগীরা বা কবীরা (অর্থাৎ ছোট বা বড়) গুনাহকে হালাল মনে করা কুফরি, যখন এটা গুনাহ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল (অর্থাৎ কোরআনের আয়াত বা হাদীসে মুতাওয়াতির বা উম্মতের ইজমা) দ্বারা প্রমানিত হয়, অনুরূপভাবে গুনাহকে নগন্য মনে করাও কুফরি। **(মিনাহুর রউদ, ৪২৩ পৃষ্ঠা)**

হে আল্লাহ পাকের রহমত অন্বেষণকারী ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা করুন! আল্লাহ পাক না করুক, কুফর অবস্থায়

www.dawateislami.net

মৃত্যু হয়ে গেলো তো কিছুই করার থাকবে না। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ঈমানের নিরাপত্তার অনেক চিন্তা করতেন। যেমন দু'টি ঘটনা শ্রবণ করুন:

(১) অতঃপর কাঁদতে লাগলেন... (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা হাবীব আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই ব্যক্তির মৃত্যু لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (কালিমায়ে তাওহীদের) এর উপর হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অতঃপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: আমার জন্য কে গ্যারান্টি দিবে যে, আমার মৃত্যু لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর উপর হবে। **(তাম্বিহুল মুগতাররীন, ১২১ পৃষ্ঠা)**

(২) এক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছর পর বের হবে

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: আমার নিকট এই কথাটি পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে এক হাজার বছর পর বের হবে। অতঃপর বললেন: আহ! সেই ব্যক্তিটি যদি আমি হতাম, কেননা জাহান্নাম থেকে তার বের হওয়াটা নিশ্চিত। (অর্থাৎ তার ঈমানের উপর মৃত্যু হওয়াটা নির্ধারিত) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘটনা বর্ণনা করার পর বললেন: হে ভাই! নিজের নফসকে দুনিয়াবী বিষয়ে শুধুমাত্র শরীয়তের প্রয়োজন অনুযায়ী মগ্ন রাখো, হয়তো তোমার অলসতা অবস্থায় মৃত্যু এসে যাবে, এবং এভাবে তোমার উভয় জাহানে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ **(তাম্বিহুল মুগতাররীন, ১৬১ পৃষ্ঠা)**

("কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে, কোথাও কোথাও কিছু পার্থক্য করা হয়েছে)

www.dawateislami.net

খোদায়া বুরে খাতেমা সে বাঁচানা,
পড়োঁ কালিমা জব নিকলে দম ইয়া ইলাহি!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মামার ইনফিরাদি কৌশিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহান্নামের ভয় বৃদ্ধি এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর মানসিকতা বানানোর জন্যে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। আপনাদের উৎসাহের জন্যে একটি মাদানী বাহার উল্লেখ করছি। ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাশিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে দিনরাত গুনাহে অতিবাহিত করতো, পিতামাতার অবাধ্যতা করে তাদের মনে কষ্ট দিতো, সমাজের লোকদের বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিতো, নাটক সিনেমা দেখা, গান বাজনা শুনা তার প্রিয় কাজ ছিলো। অসৎ বন্ধুদের সহচর্যে থাকার কারণে মদ্যপান, হিরোইন এবং বিভিন্ন ধরনের নেশার অভ্যস্ত হয়ে পরেছিলো। তার এই মন্দ স্বভাবের কথা যখন তার ঐ মামা জানতে পারলো যে দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, তখন সে তাকে অনেক বুঝালো এবং প্রবল মমতায় তাকে ব্যক্তিগত ভাবে বুঝিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্যে রাজি করালো এবং নিজের সাথে ইজতিমায় নিয়ে গেলো। ইজতিমা শেষেই আশিকানে রাসূলের সাথে আল্লাহর পথে তিন দিনের কাফেলায় সফরে রওনা হয়ে গেলো। আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে সেই তিন দিনে তার অযু, গোসল, নামাযের পদ্ধতি এবং আরও অনেক কিছু শিখার সুযোগ

www.dawateislami.net

হলো, সে তার নিজের অতীতের গুনাহের কারণে লজ্জিত হলো এবং তাওবার তৌফিক অর্জিত হয়ে গেলো। সে আশিকানে রাসূলের সুন্দর চরিত্র এবং বন্ধু সুলভ আচরণে খুবই প্রভাবিত হলো এবং সাথেসাথেই ৬৩ দিনের তরবিয়্যতি কোর্সের জন্যে ফয়যানে মদীনা গুজরাট (পাঞ্জাব) রওনা হয়ে গেলো।

বুরি সুহবতোঁ সে কিনারা কাশি কর
কে আচ্ছো কে পাস আ কে পা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের মধ্যে ৪০ বার বিচ্ছু দংশন করল (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ছোটবেলায় দেখা এক ইবাদতকারী মহিলার কথা আমার ভালোভাবেই মনে আছে। নামায অবস্থায় তাকে বিচ্ছু ৪০ বার দংশন করলো কিন্তু তার অবস্থা একটুও পরিবর্তন হলো না। যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন আমি বললাম: আম্মা! সেই বিচ্ছুটাকে আপনি সরিয়ে দিলেন না কেন? উত্তর দিলেন: সাহেবজাদা! এখনো তুমি শিশু, এটা কিভাবে সম্ভব ছিলো! আমিতো আমার প্রতিপালকের কাজে মগ্ন ছিলাম, নিজের কাজ কিভাবে করি? **(কাশফুল মাহজুব, ৩৩২ পৃষ্ঠা)**

নামাযে চোখ বন্ধ করো না

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযে দাঁড়ায় তখন নিজের চোখ বন্ধ করো না। **(মু'জামে কবীর, ১১/২৯, হাদীস ১০৯৫৬)**

www.dawateislami.net

নামাযে চোখ বন্ধ করা ইহুদিদের কাজ

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অপারগতা ছাড়া নামাযে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহে তানযীহি, কেননা এটা ইহুদিদের কাজ, অবশ্য বিনয় বৃদ্ধি পেলে এবং অন্তর উপস্থিত থাকলে তবে চোখ বন্ধ করা মাকরূহ নয়।

(ফয়যুল কদীর, ১/৫৩, ৭৮৫নং হাদীসের পাদটিকা)

চোখ বন্ধ রাখা কখন উত্তম

বাহারে শরীয়তে রয়েছে: নামাযে চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহে তানযীহি, কিন্তু যখন খোলা রাখাতে বিনয় আসে না তখন বন্ধ করাতে কোন অসুবিধা নেই, বরং উত্তম। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৬৩৪)**

নামাযে এদিক সেদিক দেখার মাসআলা

নামাযে এদিক সেদিক মুখ ফিরিয়ে দেখা মাকরূহে তাহরীমি (নাজায়িয ও গুনাহ), সম্পূর্ণ চেহেরা ফিরে যাক বা কিছু অংশ আর যদি মুখ যেন না ফিরায়, শুধুমাত্র চোখের কোণা দিয়ে এদিক সেদিক বিনা প্রয়োজনে তাকায় তবে মাকরূহে তানযীহি এবং কোন বিশেষ কারণে হলে তবে এতে কোন সমস্যা নেই, (নামাযে) দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠানোও মাকরূহে তাহরীমি (নাজায়িয ও গুনাহ)। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৬২৬)**

মনে করো আল্লাহকে দেখছো

বুখারী শরীফের এক দীর্ঘ হাদীসে এটাও রয়েছে যে: হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام রাসূলে পাক, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন যে, "ইহসান" কি? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ. فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ অর্থাৎ (ইহসান

www.dawateislami.net

হলো) আল্লাহ পাকের ইবাদত এইভাবে করো, যেনো তুমি তাঁকে দেখছো, যদি এটা না হয় তবে, অন্তত এটা বিশ্বাস রাখো যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। **(বুখারী, ১/৩১, হাদীস ৫০)**

হে গুনাহ সম্পাদনকারীরা সাবধান! "আল্লাহ দেখছেন"

হে আশিকানে নামায! ইবাদতকারীগণ এমনভাবে ইবাদত করবে, যেনো সে রাব্বুল আলামীনকে দেখছে। এটা একান্ত বিশেষ থেকে বিশেষ বান্দাদের মর্যাদা। আহ! আমাদেরও যদি এই মর্যাদা অর্জন হয়ে যায়, অন্যথায় এটাও সৌভাগ্যের বিষয় যে, নামায ও ইবাদতে এই কল্পনা নিয়ে আসা যে, আল্লাহ পাক দেখছেন, বরং আহ! প্রতি মূহুর্তে যদি এই মনোভাব থাকতো যে, নিশ্চয় আল্লাহ দেখছেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ দেখছেন! সর্বাবস্থায় আল্লাহ দেখছেন! এতে اِنْ شَآءَ الله গুনাহ থেকে বাঁচার উপলক্ষ্য হবে। ৪র্থ পারা সূরা নিসার প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝১

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বদা দেখছেন।

"আল্লাহ আসমান থেকে দেখছে" বলা কেমন?

হে আল্লাহ পাককে ভয়কারীরা! আল্লাহ পাক সর্বাবস্থায় দেখছেন! তো আমাদের এই বিষয়টি মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ পাক স্থান ও দিক থেকে পবিত্র। এ প্রসঙ্গে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ৬৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব: "কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর ১০৪-১০৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: কুদৃষ্টি প্রদানকারীদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্যে এটা বলতে পারবে কি পারবে না যে, আল্লাহ পাক আসমান থেকে দেখছে।

উত্তর: বলা যাবে না, এটা কুফরি বাক্য। "ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি" ২য় খন্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "আল্লাহ পাক আসমান থেকে বা আরশ থেকে দেখছে" এরূপ বলা কুফরি। **(আলমগীরি)** তবে হ্যাঁ কুদৃষ্টি প্রদানকারী বরং যেকোন ধরনের গুনাহ সম্পাদনকারীকে এই মনোভাব দেয়া উচিৎ যে, "আল্লাহ দেখছেন।" যেমনটি ৩০তম পারা সূরা আলাকের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰى ﴿۱۴﴾

(পারা ৩০, সূরা আলাক, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখছেন।

হাজারো হজ্জ থেকে উত্তম আমল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! সত্যিকারার্থে যেনো আমাদের মানসিকতায় সর্বদা এই কথাটি বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন যদি আসলেই এই মনোভাব ভালভাবে বাস্তবায়ন হয়ে যায়, তবে আর গুনাহ হতে পারে না। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত হুসরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: "একবার বসা হাজারবার হজ্বের চেয়েও উত্তম।" এই একবার বসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, সমস্ত একাগ্রতা একত্র করে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজেকে উপস্থিত মনে করা (যে, আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন)। **(রিসালায়ে কুশাইরিয়াহ, ৩২১ পৃষ্ঠা)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

চোখে আগুনের শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হবে

আহ! যদি চোখের হেফাযতের অভ্যাস হয়ে যেতো, নিশ্চয় কুদৃষ্টির শাস্তি সহ্য করা যাবে না। আল্লামা ইবনে জাওযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "যে ব্যক্তি নামাহরাম থেকে চোখকে হেফাজত করেনি, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হবে।" **(বাহরুদ দুমু, ১৭২ পৃষ্ঠা)**

চোখের কুফলে মদীনার একটি মাদানী উপায়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ আরয করলো: জনাব! আমি দৃষ্টিকে নত রাখার অভ্যাস গড়তে চাই, এমন কোন বিষয় বলুন যা দ্বারা সহায়তা হবে। বললেন: এই মানসিকতা বানিয়ে রাখো যে, আমার দৃষ্টি অপর কাউকে দেখার পূর্বে থেকেই একজন পর্যবেক্ষণকারী (অর্থাৎ আল্লাহ পাক) আমাকে দেখছেন। **(ইহয়াউল উলুম, ৫/১২৯)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দৃষ্টিকে নত রাখার অনন্য পদ্ধতি

বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসসান বিন আবু সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের নামায পড়তে গেলেন। যখন ঘরে ফিরে আসলেন তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলতে লাগলেন: আজ আপনি কতজন মহিলাকে দেখেছেন? তিনি চুপ রইলেন, যখন তিনি বেশী জোর করলেন তখন বললেন: ঘর থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে, তোমার নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের পায়ের আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। **(কিতাবুল ওরাআ মাআ মাউসুআ'তি ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/২০৫)** سُبْحٰنَ اللهِ! আল্লাহ ওয়ালাদের বিনা প্রয়োজনে বিশেষ করে ভিড়ের

www.dawateislami.net

সময় এদিক সেদিক তাকানো থেকে বেঁচে থাকা এইজন্যই সাধুবাদ! যে, এমন যেনো না হয়, শরীয়তে যেটার অনুমতি নেই সেদিকে দৃষ্টি পড়ে যায়! (পূর্বেকার নেককার বান্দাদের একটি নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে) হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেককার ব্যক্তিরা অনর্থক এদিক সেদিক তাকানো পছন্দ করতেন না। **(সাবেকা হাওয়ালা, ২০৪ পৃষ্ঠা)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কেউ দেখছে না তো!

হযরত সায়্যিদুনা ফারকদ সাবাখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুনাফিকরা যখন দেখে যে, তাকে কেউ (মানুষ) দেখছে না, তখন সে গুনাহ করে ফেলে। আফসোস! সে এই বিষয়ের প্রতি তো খেয়াল রাখতো যে, মানুষ যেনো তাকে না দেখে, কিন্তু আল্লাহ পাক দেখছে এই বিষয়টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। **(ইহয়াউল উলূম, ৫/১৩০)**

চুপ কে লোগোঁ সে কিয়ে জিস কে গুনাহ
ওহ খবরদার হে কিয়া হোনা হে
আরে ওহ মুজরিম বে পরওয়া দেখ
সর পে তলওয়ার হে কিয়া হোনা হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

("কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব" এর বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে, মাঝে মাঝে সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net